unesco

Rural Craft & Cultural Hubs of West Bengal

Department of MSME&T
Government of West Bengal

কেঞ্জাকুড়া তাঁত

> একটি সুন্দর জীবন অনেকটা তাঁত বোনার মতো। কাজের উত্তেজনাই শক্তি তৈরি করে। সংগ্রাম এবং টানা পোড়েনই সব।
>
> জোয়ান এরিকসন
>
> মার্কিন লেখক, শিক্ষাবিদ, হস্তশিল্পী এবং কোরিওগ্রাফার

পশ্চিমবঙ্গের রুরাল ক্রাফট ও কালচারাল হাব

পশ্চিমবঙ্গ প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। এই রাজ্যের পরম্পরাবাহী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বাংলার নান্দনিক উত্তরাধিকারের একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। খেজুর পাতা এবং সাবাই ঘাস দিয়ে তৈরি ঝুড়ি, হাতে বোনা পাটের মাদুর (ধোকরা),বেতের সরু কাঠি বা মাদুরকাঠি দিয়ে তৈরি শীতলপাটি এবং মাদুর, মৃৎপাত্র, কাঁথাশিল্প এবং অন্যান্য শিল্পদ্রব্য আমাদের কৌতূহল জাগিয়ে তোলে, যেখানে দেশীয় কারুশিল্পের দক্ষতার সঙ্গে জীবনযাত্রার উপযোগী শিল্পদ্রব্যের সংমিশ্রণ ঘটে।

বাংলার লোকশিল্প এই ভূখণ্ডের সাংস্কৃতিক ইতিহাস, জাতিগত ঐতিহ্য ও প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনধারাকে প্রতিফলিত করে। মুখোশের বৈচিত্র্য, ডোকরা এবং অন্যান্য ধাতুশিল্পের কাজ বাংলার শিল্পকলার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বাংলার সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়েছে বাউল, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি গায়কদের সুমধুর সুর, ছৌ, রায়বেঁশে ও ঝুমুরের বর্ণময় নৃত্য, পুতুলনাচ ও পটচিত্রের মতো গল্প বলার ঐতিহ্য এবং গম্ভীরা, বনবিবির পালার মতো লোকনাট্য ও অন্যান্য লোকশিল্পে। 'রুরাল ক্রাফট অ্যান্ড কালচারাল হাব'(RCCH) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র, ছোটো, মাঝারি শিল্প উদ্যোগ এবং বস্ত্র দপ্তর (MSME&T) ও ইউনেস্কো-র (UNESCO) তত্ত্বাবধানে রূপায়িত একটি প্রকল্প। এই প্রকল্পের লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং গ্রামীণ সৃজনশীল উদ্যোগকে শক্তিশালী করা। ২০১৩ সালে ৩০০০ হস্তশিল্পীদের নিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল এবং বর্তমানে রাজ্য জুড়ে ৫০০০০ হস্তশিল্পী ও লোকশিল্পীরা এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। প্রকল্পটি লোকশিল্পের ঐতিহ্যগত দক্ষতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বাস্তুতন্ত্রকে শক্তিশালী করেছে, বাজারের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ গড়ে তুলেছে, বিভিন্ন বাধা অতিক্রম করে কয়েকশো মহিলা ও তরুণদের নেতৃত্ব দেওয়ার জায়গায় নিয়ে এসেছে। ডিজিটাল মাধ্যমগুলির ব্যবহারে উৎসাহী করে তুলেছে। তারা লোকশিল্প ও কারুশিল্পের প্রচারের জন্য সামাজিক মাধ্যমগুলি ব্যবহার করতে শিখেছে। প্রকল্পটি পরম্পরাবাহী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে শিল্পীদের উন্নয়ন, সামাজিক পরিসরে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং আরও বিভিন্ন সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে।

1 NO POVERTY

5 GENDER EQUALITY

8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH

11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES

12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION

KENJAKURA

কেঞ্জাকুড়ার তাঁত

কেঞ্জাকুড়ার বৈচিত্র্যময় তাঁতশিল্প এক ধরনের গল্প বলে। তাঁতিদের সৃজনশীল কল্পনা থেকে এই গল্পের জন্ম। তাঁতের ছন্দময় আওয়াজে কাপড়ের গায়ে সুতোয় ফুটে ওঠে চেক, লাইন আর নানা নকশা। আনুমানিক প্রায় ৩০০ ঘর তাঁতি এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। এরা সবাই প্রায় ১৫০ বছর আগে এখানে আসা তাদের পূর্বপুরুষদের বুননশিল্পের ঐতিহ্যকেই বহন করে নিয়ে চলেছেন। নানা ধরনের জিনিস তৈরি করেন এরা, তার মধ্যে গামছাই বেশি। বিভিন্ন সাইজের এই গামছাগুলিতে থাকে নানা রঙের চেক। কেঞ্জাকুড়ার বুনন দেখতে চমৎকার, তার একটা নিজস্ব চরিত্র রয়েছে। একাধিক ফ্রেমের দক্ষ ব্যবহার এই বুননকে স্বতন্ত্র করে তুলেছে। তাঁতের টানা ও পোড়েনে বিভিন্ন প্যাটার্নগুলিকে জীবন্ত করে তোলার মধ্যে দিয়ে কেঞ্জাকুড়ার বুননশৈলী একটা নিজস্ব চরিত্র পেয়েছে। সুতি এবং সিল্কের প্রাকৃতিক তন্তু দিয়ে তৈরি আকর্ষণীয় নকশা কেঞ্জাকুড়ার তাঁতের কাজকে অন্যান্য তাঁতশিল্পের উৎপাদিত দ্রব্য থেকে আলাদা করেছে।

প্রক্রিয়া

কাঁচামাল সংগ্রহ

কেঞ্জাকুড়ার বয়ন কৌশলের পদ্ধতিটি খুবই সংগঠিত। সুতোর স্থায়িত্বকে ধরে রাখতে এই প্রক্রিয়ায় সুতো সবসময় টানটান এবং সচল থাকা প্রয়োজন। এই কারণেই এখানে বেশিরভাগ কাজ করা হয় ইন্ডাস্ট্রিতে প্রক্রিয়া-করা সুতোয়। প্রক্রিয়া-করা সুতো নির্দিষ্ট কাউন্ট অনুযায়ী বান্ডিল হিসেবে ক্লাস্টারে আসে। ১৭ এবং ৪০ কাউন্টের সুতো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গৃহস্থালির কাজে প্রয়োজনীয় শিল্পদ্রব্যের জন্য ব্যবহার করা হয়। ৬০ কাউন্টের সুতো মসৃণ কাপড় বোনার জন্য ব্যবহার করা হয়। ঐতিহ্যগতভাবে এখানে আগে নির্দিষ্ট কিছু রং ব্যবহার হত কিন্তু সমসাময়িক কাজগুলিতে আরও অন্যান্য রংকে বৈচিত্র্যপূর্ণভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। তাঁত বোনার ক্লাস্টারে আসার আগেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেখান থেকে সুতো কেনা হয় সেখানেই সুতো রং করার কাজটি হয়ে যায়।

প্রাক-তাঁত প্রস্তুতি

কেঞ্জাকুড়ার বয়ন প্রক্রিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল গণনার পদ্ধতি যা যে জিনিস বোনা হবে তার সহায়ক হিসেবে নির্ধারিত হয়। এই হিসেব অনুযায়ী সুতোগুলিকে ভাগ করা ও প্রক্রিয়াকরণ হয়। ডিজাইনের প্রয়োজন অনুসারে প্রথমে টানা সুতোগুলোকে প্রস্তুত করা হয়। এরপর টানা সুতোগুলিকে রঙের বিন্যাস অনুযায়ী মেটাল রিডের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাক-তাঁত প্রস্তুতিপর্ব শেষ না হওয়া পর্যন্ত মেটাল রিডগুলি সুতোকে স্থায়ীভাবে ধরে রাখে। এরপর দীর্ঘ সুতোগুলিকে সযত্নে একটি কাঠের বিমে গোল করে পেঁচিয়ে রাখা হয়, এই প্রক্রিয়াকে বলে ড্রামিং। সেখানে সুতোর একটি দিক খোলা থাকে এবং বাকি অংশ নানান স্তরে গুটিয়ে রাখা থাকে। বোনার সময় গোটানো সুতোগুলি যাতে সহজে খুলে গিয়ে তাঁত বোনার কাজটি ঠিকমতো চলতে পারে সেইজন্য সুতোগুলির স্তরের মাঝে মাঝে খবরের কাগজ আটকে দেওয়া হয়, তারপর এই বিমগুলোকে তাঁতের সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

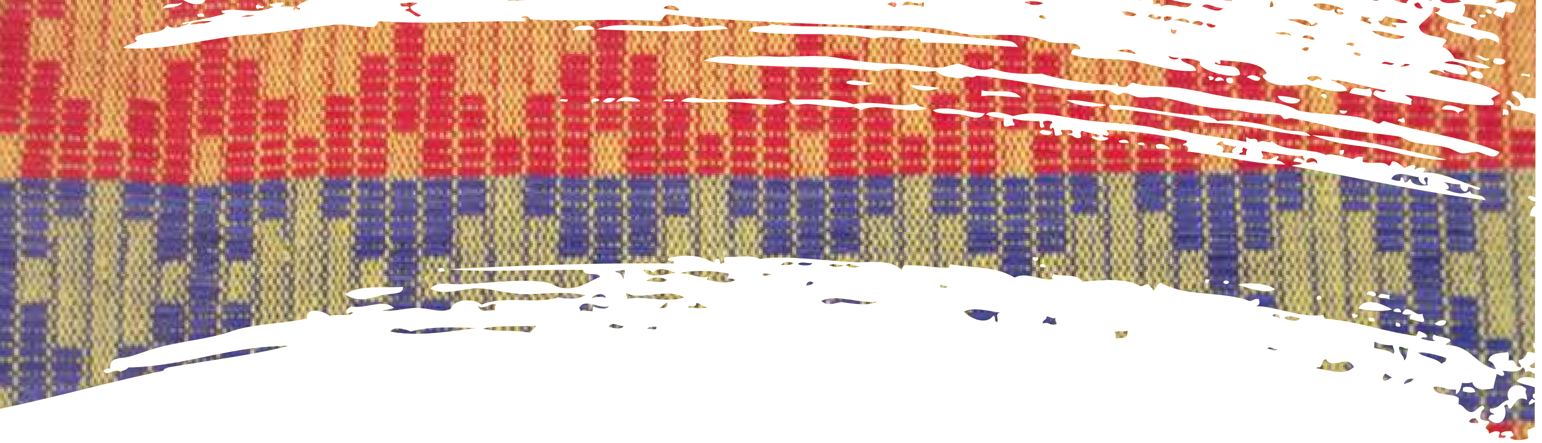

তাঁত প্রস্তুতকরণ এবং বুনন

ডিজাইনের ধরন অনুসারে সুতোর খোলা দিকটিকে তাঁতের ফ্রেমের মধ্য দিয়ে ক্রমানুসারে নিয়ে যাওয়া হয়। সহজতম বুননের জন্য দুটি ফ্রেমের প্রয়োজন হয়, জটিল বুননের ক্ষেত্রে ১২-২০টি পর্যন্ত ফ্রেম ব্যবহার করা যেতে পারে। এরপর ফ্রেমগুলিকে যেখানে তাঁতি বোনার সময় তাঁর পা রাখে সেই প্যাডেলের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়। এটি ফ্রেমের ওপর এবং নীচের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে যাতে ববিন শাটলটি বয়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে পারে। টানার অংশটি তাঁতযন্ত্রের ওপর অন্য একটি স্থির নল দিয়ে সুতোগুলিকে অতিক্রম করে এবং অবশেষে অন্যটির ওপর দিয়ে গিয়ে বিমটির সঙ্গে গিয়ে যুক্ত হয়। এভাবেই কাপড় বোনার কাজটি শেষ হয়। এই বিমটি তাঁতযন্ত্রের কাঠামোর ঘনত্ব বজায় রাখার পাশাপাশি তাঁতে বোনা কাপড়ের দুই প্রান্তকে টানটান করে রাখতে ব্যবহার করা হয়।

পোড়েনের সুতো শুধুমাত্র শাটলের মাধ্যমে ব্যবহার করা হয় ববিনে সুতা ঘুরিয়ে, শাটলের সঙ্গে সংযুক্ত করে এবং তাঁতের জালের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। কাপড়ের মধ্যে বোনা নকশাগুলি বিভিন্ন বুননের কাঠামো হিসাবে কাজ করে, যা বয়ন প্রক্রিয়া চলাকালীন ফ্রেমের মধ্যে দিয়ে যেখানে যেখানে নকশা হবে সেই জায়গাগুলিতে শাটলের গতিবিধির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। কেঞ্জাকুড়ার তাঁতিরা অন্যান্য ক্লাস্টারে যেমন দেখা যায় তার চেয়ে আরও বেশি সংখ্যক প্যাডেলে কাজ করতে পারে।

কাঁচা মালের বান্ডিল

গোটানো

মোড়ানো

ড্রাফটিং

বুনন

হস্তশিল্প কেন্দ্র

নরম প্রাকৃতিক সুতোয় বোনা তাঁতে নানাভাবে ফুটে ওঠে বাংলার সৌন্দর্য। রুরাল ক্রাফট অ্যান্ড কালচারাল হাব প্রকল্প বাঁকুড়া ১ নম্বর ব্লকের কেঞ্জাকুড়া, তাঁতশিল্পের এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রকে শক্তিশালী করেছে। নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এখানে তাঁতশিল্পীদের দক্ষতা বাড়ানো হয়েছে। তাঁতশিল্পীদের আজকের বাজারের পরিবর্তিত চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ক্রেতাদের জন্য পণ্যদ্রব্য বানানোর পাশাপাশি ঐতিহ্যবাহী বুননশৈলীগুলিকে ধরে রাখার গুরুত্বের কথাও বোঝানো হয়েছে।

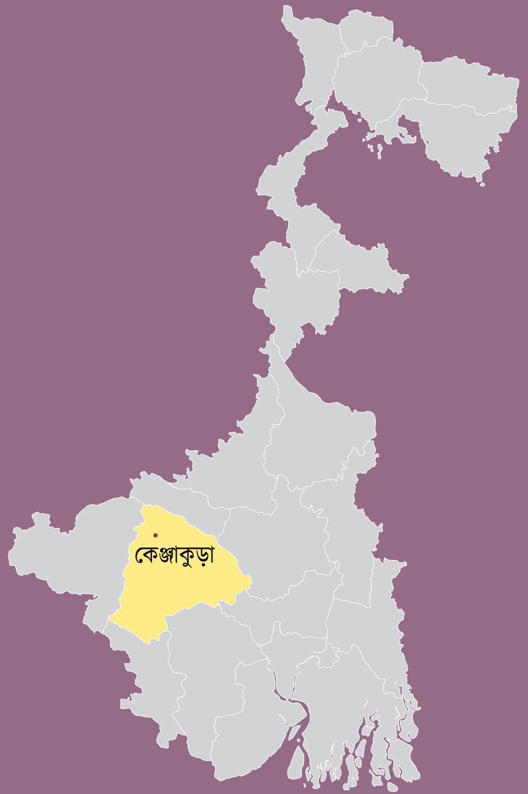

কেঞ্জাকুড়ার শিল্পী

রাহুল দাস	9609356528
মন্টু দে	9635581831
মিঠু লক্ষ্মণ	8768850800
বারিদবরণ রুদ্র	9775715108
গৌতম দাস	9933461819

বুনন ও প্যাটার্ন

টানা ডোর

পরান ডোর

চেক ডোর

জমা ডোর

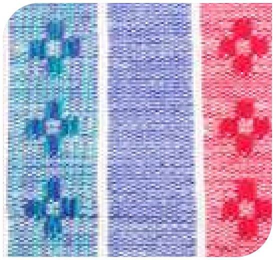

ফুল

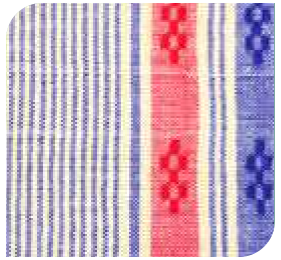

জোড়া ফুল

মুকুম্ব

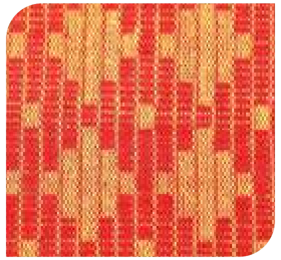

ডায়মন্ড ফুল

হানিকম্ব

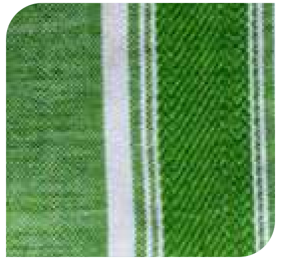

আঁকি

আঁকিবুকি

আলপনা

কেঞ্জাকুড়ার সামগ্রী

কেঞ্জাকুড়ার সবচেয়ে বিখ্যাত পণ্যদ্রব্য হল গামছা। অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী সামগ্রীগুলির মধ্যে রয়েছে বিছানার চাদর, লুঙ্গি এবং রুমাল। এছাড়াও তারা বর্তমান বাজারের উপযোগী নানা ধরনের বৈচিত্র্যময় পণ্যদ্রব্য তৈরি করেন। নতুন পণ্যদ্রব্যগুলির মধ্যে রয়েছে বাড়ি, রান্নাঘর এবং স্নানের ব্যবহারের উপযোগী টাওয়েল, ঢাকনা, ন্যাপকিন, টেবিল রানার, টেবিল ম্যাট, পর্দা ইত্যাদি। এর পাশাপাশি তারা তৈরি করেন শাড়ি, স্টোল, দোপাট্টা এবং সুতির পোশাক তৈরির উপযোগী থান।

কুশন কভার

তোয়ালে

হাত মোছার গামছা/তোয়ালে

টেবিল ম্যাট রানার

পর্দা

দোপাট্টা

স্টোল

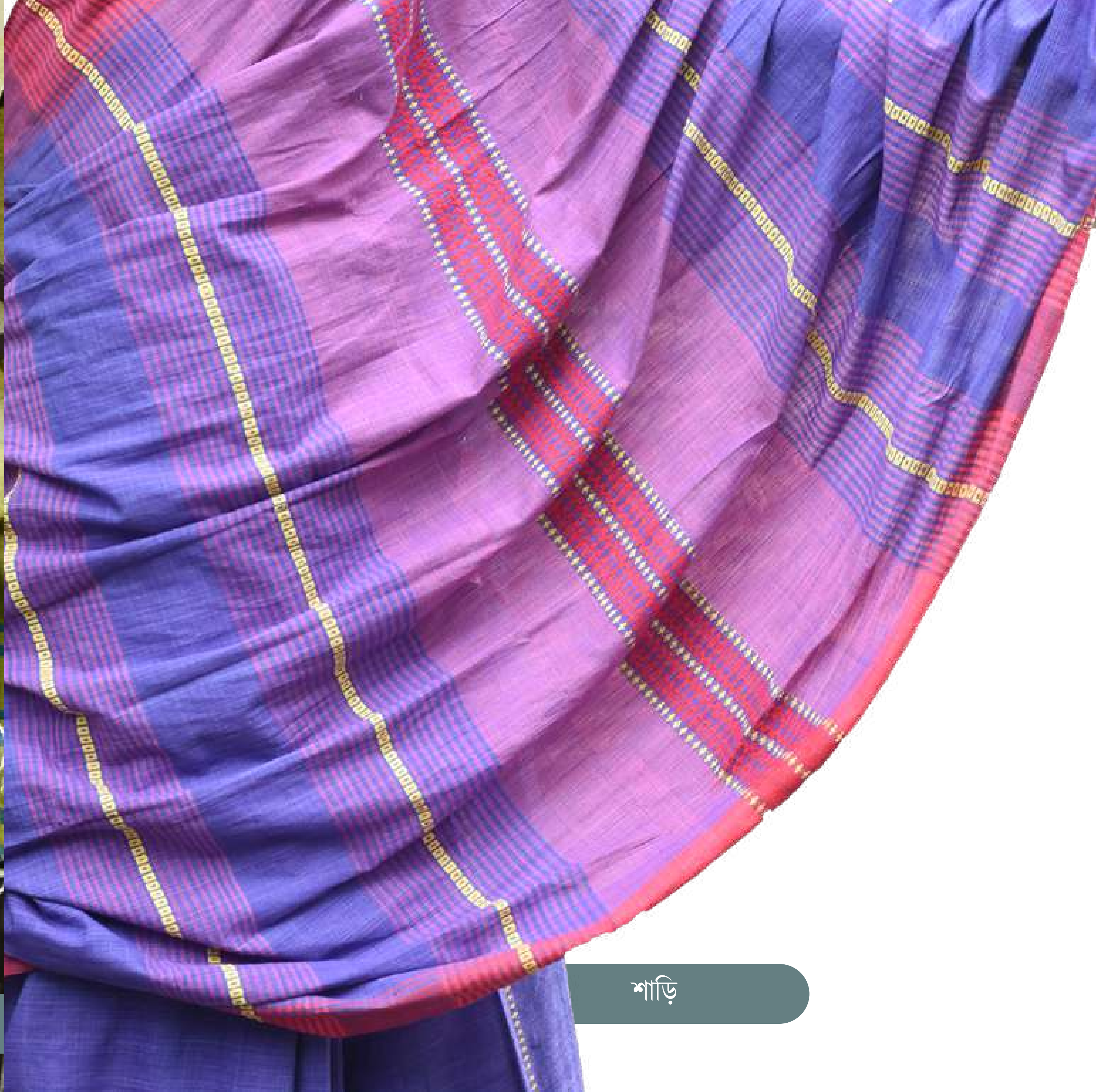

শাড়ি

উদ্ভাবনী রূপান্তর

বর্তমানে বস্ত্রশিল্প প্রধানত চাহিদা এবং সরবরাহের ভিত্তিতে উপাদান হিসেবে উৎপাদনের কাজ করে। প্রাথমিক সরবরাহকারীরা থান এবং কাপড় উৎপাদন করে পরে যেগুলি বিভিন্ন মানুষ নানারকম দ্রব্য তৈরির কাজে ব্যবহার করে। কেঞ্জাকুড়া ক্লাস্টারের ক্ষেত্রে একটি বিশাল শূন্যতা হল যে, এখানে শুরু থেকে শেষ পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তির অনুপস্থিতি, যার ফলে এই ক্লাস্টার কাঁচামাল তৈরি থেকে চূড়ান্ত শিল্পদ্রব্য উৎপাদন এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া রূপায়ণ করার মতো একটি উৎপাদক ক্লাস্টার হয়ে উঠতে পারছে না।

'আরসিসিএইচ' প্রকল্পের সহায়তায় ঐতিহ্য থেকে অনুপ্রাণিত বস্ত্রশিল্পের নকশাগুলিকে আধুনিকভাবে রূপান্তর করা হয়েছিল এবং আকর্ষণীয় রং ও প্যাটার্নের নিদর্শন নিয়ে বাজার চলতি উপাদান এবং থান কাপড় হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। এই বস্ত্রগুলি নরম, প্রাকৃতিক ও টেকসই এবং তাঁতিদের বিস্ময়কর দক্ষতাকে প্রদর্শিত করে।

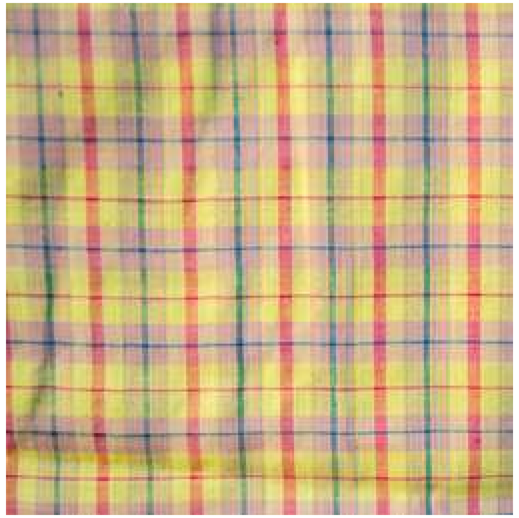

www.kenjakura.com | www.rcchbengal.com | www.naturallybengal.com

RuralCraftandCulturalHubs I NaturallyBengal I bankurarlokshilpo

unesco

Rural Craft & Cultural Hubs
of West Bengal

Department of MSME&T
Government of West Bengal